দামুড়হুদায় আলমসাধু পাওয়ার ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

দামুড়হুদা উপজেলার ছোট দুধপাতিলা গ্রামে গরু বোঝায় আলমসাধু ও পাওয়ার ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে ১ জন নিহত হয়েছে ও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

আজ শনিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে একজন মৃত্যু বরণ করে। গত শুক্রবার বেলা দেড়টার দিকে ছোট দুধপাতিলায় রতনের দোকানের সামনে বটতলায় এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যাক্তি হলো দামুড়হুদা উপজেলার বড় দুধপাতিলা গ্রামের মৃত আত্তাব মন্ডলের ছেলে আমিরুল ইসলাম (৬৫) এবং আহত ব্যক্তি হলো একই গ্রামের সেলিম উদ্দিনের ছেলে বিপুল (২৭)। আহত ব্যক্তি বর্তমান চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে।

স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে, শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোট দুধপাতিলা গ্রামে রতনের দোকানের সামনে বটতলায় ধান ঝাড়া মেশিন বোঝাই আলমসাধু ও অপর দিক থেকে গরু বোঝায় পাওয়ার ট্রলি রতনের দোকানের সামনে বটতলা নামক স্থানে এসে পৌঁছালে দুইটা গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটলে এ দূর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় এলাকাবাসী এসে দ্রুত তাদেরকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করে। আজ শনিবার রাত ১.৩০ মিনিটে কর্তব্যরত চিকিৎসক আমিরুল ইসলামকে পরিক্ষা নিরিক্ষার পরে মৃত ঘোষণা করেন এবং অপর আহত বিপুল চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে। গতকাল বাদ জোহরের নামাজ শেষে নিহত ব্যক্তিকে গ্রামের কবরস্থানে দাফন কার্য সম্পূর্ণ করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, এবিষয়ে এখন পর্যন্ত কেউ কোন অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনায় নিহত পল্টু’র ৫ম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় নঈম উদ্দীন আহমেদ পল্টু’র ৫ম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বাদ আছর দর্শনা অন্তর্জাতিক রেল স্টেশনে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন ঈশ্বরচন্দ্রপুর ও দর্শনাবাসী। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কোরআন থেকে তেলওয়াত করেন মৃত: নঈম উদ্দীন আহমেদ (পল্টু) এর বড় ছেলে মোঃ শাহারিয়ার হক বাঁধন। আলোচনা অনুষ্ঠানে মোঃ আমির হোসেনের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন, মোঃ আজিজুল হক, মোঃ বেল্টু, মোঃ জসিম উদ্দিন, মোঃ মনজুর, ইমতিয়াজ আহমেদ রয়েল।

এসময় বক্তব্যে বলেন, এ দেশের বিচার বিভাগের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, পল্টু হত্যার সঠিক বিচার চাই। ওই খুনিদের ফাঁসি চাই। আমরা দীর্ঘ ৫ বছর আইনের প্রতি ভরসা করে দেখেছি কোন বিচার পাইনি। তাই আবারও রাজপথে নেমে মানবন্ধন সহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আইনি প্রক্রিয়ায় দ্রুততম সময়ে সঠিক বিচার চাই। আর এই খুনিদের যারা মদদদাতা বিশেষ করে এই সংসদীয় আসনের তথা চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাবেক এমপি টগর ও তার ছোট ভাই দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবুর প্রতি ঘৃণা সহ ধিক্কার জানায়। যারা জনপ্রতিনিধির নামে এই দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলার সাধারণ মানুষের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে শোষক হয়ে অসংখ্য মানুষের রক্ত চুষে খেয়েছে। এইতো সেদিনের কথা গত ৪ই আগস্ট সারা দেশের ন্যায় দর্শনাতেও শান্তি পূর্ণ ভাবে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন হয়েছিলো। কিন্তু সেখানে ওই শোষক এমপি ও তার ভায়ের হুকুমে তাদের সেই কুখ্যাত সন্ত্রাস ক্যাডার বাহিনীর প্রধান তোতা ও মান্নানের নেতৃত্বে তার কিছু লোকজন নিয়ে শান্তি পূর্ণ আন্দোলনে অংশগ্রহনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের উপরে দেশীয় অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় এমনকি সেখানে সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য উপস্থিত সাংবাদিকদের কেও হুমকি দেয় সেখানে কোন ভিডিও ধারন করা যাবে না বলে। এমনকি সেই সংবাদ প্রকাশ না করার জন্যেও মোবাইলে হুমকি দেয় এই খুনি তোতা।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, সাইফুল ইসলাম হুকুম, মঈন উদ্দিন আহমেদ মন্টু, খালিদ হাসান মিঠু, মনিরুজ্জামান টুটুল, ইসতিয়াক আহমেদ রানা, অভি, শান্ত, ইমন, রনি, শুভ সহ অনেকে।

অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন, ইসলাম বাজার জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মোঃ জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনায় ছিলেন হাফিজুর রহমান ।

উল্লেখ্য, গত ২৩ আগস্ট ২০১৯ ইং শুক্রবার বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা রেল ইয়ার্ডে যুবলীগের মান্নান, তোতা, দিপু, বাংলা, আলম, সোহেল ও আশিক সহ ১০/১২ জন প্রকাশ্যে দেশীয় ও আগ্নেও অস্ত্র সহ দলবল নিয়ে অতর্কিত হামলা চালিয়ে নির্মম ভাবে ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত: আব্দুর রউফের ছেলে নঈম উদ্দিন আহম্মেদ পল্টু (৩৫) কে হত্যা ও একই গ্রামের মৃত: ফরজ আলীর ছেলে সাংবাদিক মঞ্জুর আহম্মেদ (৩৬) কে গুরুতর আহত করে। এ ঘটনায় বর্তমানে দর্শনায় চলছে সাধারণ মানুষ সহ সব মহলের মানুষের মাঝে আলোচনা সমালোচনা।

আলমডাঙ্গা উপজেলা সার বিজ মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্টিত

আলমডাঙ্গা উপজেলা সার বিজ মনিটরিং কমিটির সভা অনুষ্টিত হয়েছে। আজ বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিসে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুল্লাহিল কাফি, উপ-সহকারি কৃষি অফিসার , মৎস্য কর্মকর্তা আশরাফুল আলম, আব্দুর রফিক, কৃষি সম্প্রসারন অফিসার এ জেড এম ওবায়দুল্লাহ, কমিটির সদস্য আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারন সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, সার ব্যাসায়ি হাজী রফিক মিয়া, হাজী হারুনার রশিদ, হাজী জনিরুদ্দিন, বীজ ডিলার শেখ আব্দুল জব্বার, দেলোয়ার হোসেন, বিআরডিবি

কর্মকর্তার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন নাহিদ হাসান প্রমুখ।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন বর্তমান সরকার কৃষকের জন্য সার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আপনারা সার নিয়ে কেউ দুর্নিতি করলে তার বিরুদ্ধে ব্যাবস্থা নেওয়া হবে। একজন ডিলার অন্যউপজেলার মানুষের কাছে বেশি মুল্যে সার বিক্রয় করলে সেই সার কৃষি অফিসের কর্মকর্তা আটক করে নিয়ে আসে,পরে নির্বাহী অফিসারের নির্দেশে কৃষি অফিসার রেহানা পারভীন জব্দ করে।

সভায় জব্দকৃত সার বিক্রয় করে সরকারি কোষাগারে জমাদানের নির্দেশ দেন নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

আলমডাঙ্গায় ভারতের পানি আগ্রাসনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

আলমডাঙ্গা উপজেলা খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের পানি আগ্রাসনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্টিত হয়।

আজ বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলা মডেল মসজিদের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে আলতায়েবা মোড়ে সমাবেশ অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা খেলাফত মজলিসের সভাপতি মওঃ আনিসুর রহমান।প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজল কুষ্টিয়া জোনের পরিচালক মোঃ সিরাজুল ইসলাম।তিনি বলেন

দীর্ঘ ১৬ বছর দেশে গণতন্ত্র গনতন্ত্র ছিল না,আমরা স্বাধীন ভাবে সমাবেশ করতে পারিনি,কথা বলতে পারিনি,দেশে ছাত্রসমাজের ছেলেরা বৈসম্যবিরোধী আন্দোলন করে সৈরাচরি হাসিনা সরকারের পতন ঘটিয়ে নতুন করে দেশ স্বাধীন করেছে।গত ৫ই আগস্ট ছাত্রজনতার আন্দোলনের ফলে স্বৈরশাসনের পতনের মাধ্যমে দেশে বিপ্লবী ছাত্রসমাজ দেশে

নির্যাতিত জনগন ও মুক্তিকামি মানুষের স্বাধীনতার স্বাদ এনে দিয়েছে। কিন্ত সৈরাচারি সরকারের প্রধান খুনি শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নিয়ে নতুন করে স্বড়যন্ত্র শুরু করেছে। ভারতের মোদি সরকার শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় বসানোর স্বড়যন্ত্র হিসেবে তাদের বাধ খুলে দিয়ে বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর বন্যার সৃষ্টি করেছে,লক্ষ লক্ষ মানুষ আজ পানি বন্দি। ঐসব অসহায় পানি বন্দি মানুষের সহায়তায় আমরা সর্বপ্রকার সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেব।আপনারা যে যতটুকু পারের বন্যার্তদের সাহায্যে এগিয়ে আসুন।তিনি আরও বলেন ভারত যত স্বড়যন্ত্রই করুক আমাদের জীবন থাকতে আমরা তাদের কাছে মাথা নত করব না।বাংলাদেশের সকল তৌহিদি জনতাকে ঐক্যগড়ে তুলতে হবে।

আমরা ডিবি অফিসের ভয়ংকর চিত্র আয়নাঘরের লোমহর্ষক ঘটনা, সাদা পোশাক বাহিনীর দুরন্ত দাপট অসহনীয় আচরণ, নির্যাচিতদের দীর্ঘশ্বাসে ৫ই আগস্ট আসতে সাহায্য করেছে।

আমরা চাই আইন বর্হিভূত হত্যার বিচার হোক, সকল দুর্নীতির বিচার হোক, সরকারের সকল কর্মচারী, পুলিশ প্রশাসনসহ সরকারী সকল দপ্তর রাজনীতি মুক্ত হোক।

সভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন খেলাফত মজলিস জেলা সভাপতি মনিরুজ্জামান,পৌর সভাপতি মওঃ জাকারিয়া হাবিবু, সহ-সভাপতি মওঃ হারিস মোহাম্মদ, খেলাফত মজলিস নেতা মওঃ মুক্তারুজ্জামান, মোঃ ইসাহাক আলী, উপজেলা সহ-সেক্রেটারি মওঃ আব্দুল হামিদ,শ্রমিক মজলিসের জেলা সদস্য শরিফুল ইসলাম, উপজেলা বাইতুল মাল সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাফি, পৌর সহ-সম্পাদক শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

দর্শনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি

“দেশের বায়ু দেশের মাটি গাছ লাগিয়ে করব খাঁটি” স্লোগানকে সামনে রেখে দর্শনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের উদ্যোগে

বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। আজ সকাল ১১ টায় দর্শনা শাহরিয়ার শুভ মুক্ত মঞ্চ চত্তরে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় ।

প্রধান অতিথি রোকসানা মিতা বলেন, দর্শনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছাত্র জনতার উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে এটা প্রশংসনীয় একটি উদ্যোগ। আপনারা জানেন সারা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল গুলো এখন বন্যা কবলিত। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এগুলো কিন্তু আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। আমাদের যে পরিমাণ বনভূমি থাকা প্রয়োজন সে পরিমাণ বনভূমি নেই বিধায় পরিবেশের এই বিরূপ প্রভাব। এজন্য আমাদের বেশি বেশি বৃক্ষ রোপন প্রয়োজন। এ ধরনের কর্মসূচিতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করা দরকার সব সময় তা অব্যাহত থাকবে।

কৃষিবিদ রবিউল কবির পল্লব বলেন, একটি দেশে ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন সেখানে আমাদের দেশে রয়েছে মাত্র ৪ শতাংশ বনভূমি । আমারা যতদিন বনভূমি না বাড়াতে পারবো ততদিন আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিবর্তন করতে পারবো না। এজন্য আমাদের সকলকেই বেশি বেশি বৃক্ষ রোপণ করতে হবে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন শিক্ষার্থীরা বলেন, আমরা জানি আমাদের দেশের জলবায়ু আগের মতো নেই গরমের সময় প্রচন্ড গরম হয় এবং শীতের সময় প্রচন্ড শীত। আমাদের ৬ ঋতুর দেশ এখন ২ ঋতু হয়ে গেছে। এর মূল কারণ জলবায়ু পরিবর্তন। আমরা এটা দূর করতে পারি বেশি করে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে ।

সে সময় অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাসেল আহম্মেদ শাওন, কেরু উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম, ভালোবাসার বন্ধন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আয়নাল হক সহ দর্শনার বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ ও গণমাধ্যম কর্মীরা।

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবির অভিযানে ৪৫টি ভারতীয় অবৈধ মোবাইল ফোন উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবি যৌথ অভিযান চালিয়ে বড়বাজারের একটি ফ্লাক্সিলোডের দোকান থেকে ৪৫টি ভারতীয় অবৈধ মাবাইল ফোন উদ্ধার করেছে।

আজ শুক্রবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১১টায় এ অবৈধ মোবাইল ফোন সেট গুলো উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি গতকাল বিকাল ৩টার দিকে মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে সংবাদকর্মীদের জানান, চুয়াডাঙ্গা শ্যাকরাতলা পাড়ার মরহুম আনোয়ার হোসনের ছেলে ফ্লাক্সিলোডের দোকানদার রাশেদ ভারত থেকে অবৈধভাবে মোবাইল ফোন সেট গুলো চোরাই পথে নিয়ে আসে। গোপনে তার প্রতিষ্ঠানে যৌথ অভিযান করার আগেই রাশেদ পালিয়ে যায়। ওই দোকান থেকে উদ্ধার করা হয় ৪৫ টি দামি মোবাইল ফোন সেটগুলো জব্দ করে চুয়াডাঙ্গার সদর থানায় জমা দিয়ে পলাতক রাশেদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বিজিবি।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে দুই মাদক কারবারীর জেল জরিমানা

চুয়াডাঙ্গা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর আলমডাঙ্গায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে দুই মাদক কারবারীকে আটক করে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জেল জরিমানা করেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টার দিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার ভূমির নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আলমডাঙ্গার সহকারি কমিশনার ভূমি আশিষ কুমার বসু ও চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক নাজমুল হোসেন খানের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গা থানাধীন বিভিন্ন এলাকার নেতৃত্বে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়। অভিযানে আলমডাঙ্গার রেল স্টেশন পাড়ার আখতার আলীর স্ত্রী হাসি খাতুনের নিকট থেকে ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারে হাসি খাতুনকে ৪ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান ও ৫শ’ টাকা অর্থ দন্ড প্রদান করা হয়। একই সময়ে স্টেশন পাড়ার আফহাল উদ্দিনের ছেলে সামাদ আলী (৩৫)’র বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারের সামাদ আলীকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও ১শ’ টাকা অর্থদন্ড প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় স্টাফবৃন্দ। দন্ডপ্রাপ্ত দুই আসামীকে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপে হামলার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় প্রতিবাদ সভা

‘সাংবাদিকরা কারো প্রতিপক্ষ নয়। সাংবাদিকরা রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নয়নে কাজ করে। এজন্য গণমাধ্যমের উপর যে কোনো হামলা-মামলা মেনে নেয়া হবে না।’ ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া কমপ্লেক্সে হামলা ও ভাঙচুরের প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাকক্ষে আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় বক্তারা এসব কথা বলেন।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এ প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি ও কালের কণ্ঠ প্রতিনিধি মানিক আকবর। অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজীব হাসান কচি, সাধারণ সম্পাদক মানিক আকবর, দৈনিক সময়ের সমীকরণ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপন ও দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার সম্পাদক জান্নাতুল আওলিয়া নিশি।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়ার উপর যে হামলার ঘটনা ঘটেছে, এর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার করে বর্তমান সরকার স্বচ্ছতার প্রমাণ দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বক্তারা বলেন, গণমাধ্যমকর্মীরা কারো পক্ষের না। এরা রাষ্ট্রের সম্পদ। গণমাধ্যমে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান বক্তারা। শেষে গণমাধ্যমেকর্মীরা চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সামনের সড়কে মানববন্ধন করে।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষার্থীদের হামলা-নির্যাতনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বর্বরোচিত হামলার ঘটনার বর্ণনা করলেন চুয়াডাঙ্গার শিক্ষার্থীরা। প্রায় এক মাস পর এই প্রথম জেলার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার শিকার শিক্ষার্থীরা মুখ খুললেন।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টায় চুয়াডাঙ্গা শহরের তিন তারকা মানের হোটেল সাহিদ প্যালেসে ‘অভিজ্ঞতা: ঘটনার বর্ণন’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লোমহর্ষক হামলা ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের গল্প শোনান এই শিক্ষার্থীরা। এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনে হামলার শিকার হয়ে আহত, কারাবরণকারী শিক্ষার্থীরা আবেগঘন বক্তব্য রাখেন। অশ্রুশিক্ত নয়নে কথা বলেন ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হওয়া চুয়াডাঙ্গার সন্তান শাহরিয়ার শুভ’র পিতা।

জেলার বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ‘অভিজ্ঞতা: ঘটনার বর্ণন’ শিরোনামে বুধবার প্রথম শিক্ষার্থীরা এই ভিন্ন আয়োজন করে। চুয়াডাঙ্গা শহর, সরোজগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ভালাইপুর, আলমডাঙ্গা, দর্শনা ও জীবননগরসহ জেলার যেখানে যেখানে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামেন সেখনেই তারা হামলার শিকার হন। হামলার শিকার শিক্ষার্থীরা নানাভাবে মানসিক নিপিড়নের শিকার হন সেটিও উঠে আসে এই আয়োজনে। শিক্ষার্থীদের আমন্ত্রণে গণমাধ্যমকর্মী, সুশিল সমাজের প্রতিনিধি ও আইনজীবীরা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষার্থীরা তাদের এবং তাদের পরিবারের ওপর বিভিন্ন চাপের বিষয়টিও তুলে আনেন এ অনুষ্ঠানে।

অনুষ্ঠানে আইনজীবীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা জজ আদালতের সিনিয়র আইনজীবী অ্যাড. মারুফ সরোয়ার বাবু ও অ্যাড. মানি খন্দকার। গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা সাংবাদিক ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক প্রবীণ সাংবাদিক আজাদ মালিতা, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি রাজীব হাসান কচি, চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি অ্যাড. মানিক আকবর, সিনিয়র সাংবাদিক এম এ মামুন।

শিক্ষার্থীদের পাশে শুরু থেকেই ছিলেন চুয়াডাঙ্গার কৃর্তি সন্তান, এনআরবি ওয়ার্ল্ডের প্রেসিডেন্ট ও সাহিদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলহাজ্ব সাহিদুজ্জামান টরিক। তিনি এই অনুষ্ঠানে মুঠোফোনে যুক্ত হয়ে পুনরায় শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার অভিব্যক্তি জানান।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চুয়াডাঙ্গার শিক্ষার্থীদের পক্ষে সাফফাতুল ইসলামের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দৈনিক সময়ের সমীকরণ এর প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বিপুল আশরাফ, জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান সেলিম, সিনিয়র সাংবাদিক এম এম আলাউদ্দীন, দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার সম্পাদক জান্নাতুল আওলিয়া নিশি, সিনিয়র সাংবাদিক রফিক রহমান, সাংবাদিক জামান আক্তার, মশিউর রহমান, মাহফুজ মামুন, মফিজ জোয়ার্দ্দার, জিসান আহমেদ, মেহেরাব্বিন সানভী, শামসুজ্জোহা রানা, রুদ্র রাসেল, পলাশ উদ্দীন, সাইফুল ইসলাম, সাকিব, ফাহিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব চুয়াডাঙ্গার সভাপতি সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা ইকবাল হৃদয় প্রমুখ।

আবেগঘন বক্তব্য রাখেন, আন্দোলন করে মিথ্যা মামলায় চুয়াডাঙ্গাতে কারাবরণকারী শিক্ষার্থী শাহরিয়ার প্রান্ত। আন্দোলনে আহত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের মেধাবী ছাত্রী সিরাজুম মুনীরা, হাসনা জাহান খুশবু, মহিলা কলেজের অনিমা ইসলাম, ভাঙবাড়িয়া গ্রামের আসাদুজ্জামান, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের ছাত্র আরাফাত হোসেন, সরোজগঞ্জ তেতুল শেখ কলেজের ছাত্র তানজিল হোসেন, আলমডাঙ্গা এমএস জোহা ডিগ্রি কলেজের হারুন অর রশিদ, বদরগঞ্জ ডিগ্রি কলেজের ছাত্র তামিম হোসেন, দামুড়হুদার তাসলিম আল মাহমুদ, সরোজগঞ্জের সাব্বির আহমেদ, হাটবোয়ালিয়ার মাহফুজ আনাম, মুন্সিগঞ্জের উৎসবসহ আন্দোলনে চুয়াডাঙ্গাতে এবং ঢাকায় সরাসরি অংশ নিয়ে নানাভাবে আহত হওয়া শিক্ষার্থীরা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া শাহরিয়ার শুভ’র পিতা আবু সাঈদ। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে চোখ হারাতে বসা শিক্ষার্থী আল মেরাজকে জাতীয় পতাকা গায়ে জড়িয়ে দিয়ে সম্মান জানান শিক্ষার্থীরা।

‘অভিজ্ঞতা: ঘটনার বর্ণন’ অনুষ্ঠানে আহত শিক্ষার্থীরা করুণ ইতিহাস তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। কিভাবে তাদেরকে মারধর করা হয়েছে, তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে কিভাবে হুমকি দেয়া হয়েছে সেসব নির্মম ঘটনার বর্ণনা দেন শিক্ষার্থীরা। আইনজীবীরা শিক্ষার্থীদের পাশে থাকার আশ্বস্ত করেন। বিচারের জন্য মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বিনা পয়সায় সকল প্রকার সহযোগীতা করার কথা দেন। শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে দ্রুতই মামলা করা হবে বলেও অনুষ্ঠানে জানানো হয়।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান, তিন প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ বিক্রি ও কৃষকের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে ভোক্তা

অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

গতকাল বুধবার বেলা ১২ টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন বাজার মনিটরিংয়ের সময় ওই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ২৪ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

অভিযান চলাকালীন সময়ে সজল আহম্মেদ বলেন, আলমডাঙ্গা পৌর শহরে বুধবার দুপুরে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে আড়ত, সবজি, ডিম ও বীজ দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

তদারকিকালে মেসার্স শফিউল স্টোরে পূর্বে সতর্ক করা স্বত্বেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক শফিউল হককে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় দুই হাজার টাকা এবং ছলেমান স্টোর নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক বিপ্লব মিয়াকে একই অপরাধ ও ধারায় দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

পরবর্তীতে মেসার্স মা-মণি বীজ ভান্ডার নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে প্রচুর মেয়াদোত্তীর্ণ শাক-সবজি ও ফলের বীজ জব্দ করা হয়। মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ বিক্রি ও কৃষকের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির মালিক লাল্টু মিয়াকে ৫১ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় জব্দকৃত মেয়াদোত্তীর্ণ বীজ জনসম্মুখে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

এ সময় সবজি বাজার, মুদি দোকান, আলু পেঁয়াজের আড়তসহ আরও কিছু প্রতিষ্ঠান তদারকি করা হয় বলে জানান তিনি। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান সজল আহম্মেদ।